EPISODE : 42- Melting of Glaciers & Floods?

সাইন্স কম্মুনিকেটরস ফোরামের পক্ষে চন্দ্রানী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র বিশ্লেষণ

১। **সৌপর্ণ - (20 বছরের)** পুরুষ কন্ঠস্বর

২.**ধিতীশ অঞ্জন – (20 বছরের)** পুরুষ কন্ঠস্বর

৩. **ঋক (20 বছরের)** পুরুষ কন্ঠস্বর

৪. **পিউ (সৌপর্ণর জেঠতুতো দিদি) (**২৫বছর বয়স **)** মহিলা কন্ঠস্বর

৫. **জোঠু(মাণব বাবূ) (**৬৫ বছর বয়স **)গম্ভীর** পুরুষ কন্ঠস্বর

৬.**সৌপর্ণর মা (শ্রীময়ী) (** ৪৮ বছর বয়স **) ব্যক্তিত্বময়ী** মহিলা কন্ঠস্বর

৭. **চকার (কানাই) (** ৫০ বছর বয়স **)** ফ্যাঁসফ্যাঁসে পুরুষ কন্ঠস্বর।

৮. **সৌপর্ণ ঠাকুরমা (** ৮৫ বছর বয়স **) বয়স্ক** মহিলা কন্ঠস্বর

৯. **সুনন্দা সৌপর্ণর (পিসিমণি) (** ৪৫ বছর বয়স **)** মহিলা কন্ঠস্বর

১০. শুভা(**সৌপর্ণর পিসতুতো বোণ) (** ১৯ বছর বয়স **)** সুরেলা মহিলা কন্ঠস্বর

১১.আনন্দবাবু(শুভাস বাবা) (৫০ বছর বয়স) গম্ভীর পুরুষ কন্ঠ

১২. সবি্তাদি (কাজের লোক) (৫২ বছর বয়স) মহিলা কন্ঠস্বর

(প্রথমদৃশ্য)

(মহালয়ার আগের দিন সৌপর্ণর মা (শ্রীময়ী)ভৃত্য কানাই দা কে রেডিওটা ঠিকঠাক চালু রাখার নির্দেশ দেবে।পরের দিন ভোর বেলায় মহালায়া। সৌপর্ণর জেঠু মানব বাবু আস তার মেয়ে পিউ দিল্লি থেকে আজ আসছে। পুজোর কটা দিন কলকাতায় কাটাবে। তাই শুরু হয়ে গেছে গোছগাছ।)

শ্রীময়ী ঃ– কানাই দা ও কানাই দা ; উফ ! কোথায় যে থাকে !

কানাই দা ঃ– এইযে বৌদি মনি ! এই তো এসে গেছি গো । (হাপাতে হাপাতে)

শ্রীময়ীঃ-উফ ! চারিদিকে কি ধুলো ! ভালো করে ডাস্টিং করো । রাত্রে দাদা আসছেন । ও , হ্যাঁ ! গেস্টরুমটা ঠিকঠাক গোছানো আছে তো ? যেদিকে না দেখবো সেদিকেই তো.....

কানাই –ঃ তুমি অতো চিন্তা করো নি তো । আমি সব গুইছে ফেলব ।

শ্রীময়ী ঃ- সেতো ফেলবে। ও , হ্যাঁ শোন - রেডিওটা ঠিকঠাক আছে তো ?

কাল কিন্তু মহালায়া ! মা , আবার.....।

কানাইঃ- হ্যাঁ হ্যাঁ সে সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখেছি ব্যাটারী ভরে পোষ্কের (পরিষ্কার) করে রেকেচি । তুমি শুধু কাল ভোর বেলায় চাইলে দেবে .....(হাসি)

ঠাকুর মা ঃ- ও বৌমা ,বৌমা ! ও কানাই কানাই কোথায় গেলে সব ?

শ্রীময়ীঃ- যাই মা ।

কানাই ঃ- হ্যাঁ বলেন , কি হয়েছে গিন্নিমা?

ঠাকুরমা বলছিলাম , আমার রেডিওটা কই ? কালতো মহালয়া। ভোর ৪টেয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণের চন্ডীপাঠ না শুনলে আমার হয়না ।

কানাইঃ- আপনি চিন্তা করবেন না , গিন্নি মা । আমি রেডিও ঠিকঠাক চালু করে রেখেছি । কাল ভোর হলেই সবাই মিলে মহালয়া শুনবো ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রেডিওয় মহালয়ার চণ্ডীপাঠের কিছুটা অংশ বাজবে । বাজলো তোমার আলোর বেণু গানটা বাজবে ।

জেঠুঃ- সত্যি এখনো আকাশবাণীতে মহালয়া শুনলে মনটা ভরে যায় । মনে হয় সত্যি এবার পুজো এসে গেল ।
ঠাকুরমাঃ- ঠিক বলেছিস বড় খোকা , মনে হয় যেন আমার ঘরের গৌরী আবার কতদিন পরে ঘরে ফিরে এলো।
শ্রীময়ীঃ- দাদা, চা ! পিউ তুমি চা খাও তো ?

মানব বাবু ঃ- শ্রীময়ী, তুমি সত্যিই শ্রীময়ী ! (হা হা হাসি) এই ভোর বেলায় সবার জন্য চা করে ফেলেছ !

কানাই দাঃ- হ্যাঁ , তার সঙ্গে বউমণির হাতে তৈরি বিস্কুট ।

পিউ ঃ- ফাইন কাম্মা ! কুকিজ গুলো সত্যিই Splendid ।

শ্রীময়ীঃ- (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা তোমরা খাও আমি ওদিকে জল খাবারের ব্যবস্থা করি ।

কানাই দা , তুমি গাছে জল দিয়ে রান্নাঘরে চলে এসো কেমন।

কানাই দা ঃ- হ্যাঁ বৌদি মনি আমি এই এক্ষুনি যাচ্ছি বলে ।

তৃতীয় দৃশ্য

(সৌপর্ণ বাজলো তোমার আলোর বেণু গানটা গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকবে । মানব বাবু ল্যাপটপে কাজ করছেন । পিউ ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে ।)

সৌপর্ণ ঃ-জেঠু আসবো ?

মানব বাবুঃ- আরে আয় আয় , আমার ঘরে আসবি তাতে আবার অনুমতি নিচ্ছিস! গানটা তো ভালোই গাই ছিলি । এখনো ভোরবেলার রেশটা কাটেনি বল?

সৌপর্ণঃ- (হেসে) জেঠু আজ কিন্তু আমার বন্ধুরা মানে **ধিতীশঅঞ্জন** আর **ঋক** একটু পরেই আসবে তোমার গল্প শুনতে।

জেঠুঃ- আমার গল্প শুনতে ?

সৌপর্ণঃ- না ,মানে তোমার কাছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, মেলটিং গ্লেসিয়ার মানে হিমবাহের গলন আর তার ফলে বন্যা এই সব গল্প শুনতে আসবে। পিউ দিও তো তোমার সঙ্গেই এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করছে তাই না জেঠু?

জেঠুঃ- হ্যাঁ , তা করছে। কিন্তু তোদের পড়াশোনার বিষয় তো আলাদা। তোরা তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িস।

সৌপর্ণ ঃ- হ্যাঁ সেটা ঠিক কিন্তু আমরা খুব Worried জানো । যে হারে দূষণ চলছে , জলবায়ু পরিবর্তন যেভাবে দ্রুতহারে বাড়ছে , সত্যি খুব চিন্তার বিষয়। এইতো সেদিন কাগজে দেখছিলাম পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন বর্তমান হারে যদি কার্বন নিঃসরণ চলতে থাকে তাহলে 2100 সালের মধ্যে সমুদ্রের জল স্তর 3 ফুটেরও বেশি বেড়ে যাবে । 100 বছরে একবার বন্যা হত যেখানে , সেখানে প্রতি বছরই বন্যা হবে । বিপদে পড়বেন এইসব উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী প্রায় 68 কোটি মানুষ।

জেঠু ঃ- হুম ! ইতালি Mont Blanc পর্বতমালার একটি হিমবাহ Plan Pinseu । জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই হিমবাহ টি নাকি যেকোন সময় ভেঙে পড়তে পারে ! এই ভয়ে সেখানকার জনবসতি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আঞ্চলিক প্রশাসন । প্রতিদিন Plan Pinseu ২০ থেকে 25 ইঞ্চি সরে আসছে । পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যেকোনো মুহূর্তে পাহাড় থেকে ধসে পড়বে এই বরফের নদী ।

(কলিংবেলের আওয়াজ দুবার)

সৌপর্ণঃ- ওই ,**ধিতীশ অঞ্জন আর ঋক** এসে গেল । যাচ্ছি ..... একটু দাঁড়া !!

(দরজা খোলার শব্দ । ঘরে ঋক আর ধিতীশঅঞ্জন এর প্রবেশ।

সৌপর্ণঃ- আরে আয় আয়, এক্ষুনি তদের কথাই হচ্ছিল।

ধিতীশঅঞ্জনঃ- জেঠু কোথায়?

সৌপর্ণঃ- ঘরে আছেন। দিদিভাই ও আছে।

(জেঠুর সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেবে সৌপর্ণ।)

সৌপর্ণ ঃ- জেঠু এই আমার বন্ধুরা - **ধিতীশঅঞ্জন**আর **ঋক** । আমরা একেবারে ক্লাস ফাইভ থেকেই বন্ধু।

জেঠুঃ- খুব ভালো। এস এস । তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগলো । আরো ভালো লাগলো তোমরা পরিবেশ সচেতন বলে । (হেসে)

ঋকঃ- হ্যাঁ জেঠু আমরা সৌপর্ণর মুখে আপনার আর পিউ দিদির কথা শুনেছি । আপনারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন।

ধিতীশঅঞ্জনঃ- হ্যাঁ জেঠু আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে জলবায়ুগত পরিবর্তন , বিশ্ব উষ্ণায়ন , হিমবাহের গলন এইসব বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার ।

সৌপর্ণ ঃ- আসলে আমরা এসব বিষয়ে অনেক কিছুই জানিনা। তোমার কাছে আমরা এইসব বিষয়ে বিশদে জানতে চাই ।

(জলখাবার নিয়ে কানাইদা উপস্থিত সঙ্গে শ্রীময়ী)

শ্রীময়ীঃ- ওমা **ধিতীশঅঞ্জন** , **ঋক** এসে গেছিস । ভালোই হয়েছে । নাও সবাই ভালো করে হাত ধুয়ে এস। জল খাবার রেডি।

কানাই দাঃ- হ্যাঁ একেবারে গরম গরম ফুলকপির পরোটা আর বৌদিমনির হাতে বানানো আচার ।

পিউঃ- ওয়াও !! ফুলকপির পরোটা !!

পিউ ঃ-অ্যামেজিং ! আগে কখনো খাইনি কাম্মা । আচার টাও তো খুব সুন্দর! জাস্ট ফাটাফাটি !

জেঠু :-(হেসে) হ্যাঁরে অনেক জিনিসই তোরা খাস নি । আমাদের সময় শীতকালে যে নলেন গুড় , পাটালি পাওয়া যেত তাঁর স্বাদ ছিল আলাদা। এখন সেসব কোথায় ?

শ্রীময়ীঃ- তারপর দাদা , ডেও , ফলসা, এসব ফলের কি অপূর্ব স্বাদ ছিল ! এখন তো আর পাওয়াই যায় না।
জেঠু ঃ- হ্যাঁ সবই জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফল। শুধু কি তাই! জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র জলের উষ্ণতা বাড়ছে । উষ্ণ জলে প্রবাল প্রাচীর গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল গুলোতে বিধ্বংসী আকারের ঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে । উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের প্রভাবে সমুদ্রের বরফ গলছে দ্রুতহারে।

পিউঃ- হ্যাঁ ঠিক তাই। আইপিসিসি মানে ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ জানাচ্ছে বর্তমানে যে হারে সারা পৃথিবী জুড়ে কার্বন নিঃসরণ চলছে সেটা যদি চলতে থাকে তাহলে জলবায়ুগত পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে কেউ পৃথিবী কে বাঁচাতে পারবে না।

জেঠুঃ- আর কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে কি হবে জানিস?

ঋকঃ- কি হবে জেঠু ?

জেঠু ঃ- এই শতকের শেষের দিকে পৃথিবীর সমুদ্র তলের উষ্ণতা তিন ফুটেরও বেশি বেড়ে যেতে পারে । ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে যে ছোট ছোট দ্বীপ গুলো আছে সেগুলো সব জলের তলায় চলে যাবে।

ধিতীশঅঞ্জনঃ- আচ্ছা জেঠু হিমবাহের গলন তো পানীয় জল সরবরাহেও বিঘ্ন ঘটাতে পারে ?

জেঠু ঃ- অবশ্যই পানীয়জল , কৃষির প্রয়োজনীয় জল সবেতেই মন্দা দেখা দেবে ।

পিউঃ- শুধু তাই নয় জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর সমুদ্র গুলোতে মাছের ভান্ডার ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যাবে ।ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেবে।

জেঠুকঃ- শুধু কি তাই ! সমুদ্র জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জলে আম্লিকতার পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয় ।

পিউঃ- বাবা , এটা বললে না ,জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে হ্যারিকেন সাইক্লোনের মতো বিধ্বংসী ঝড়ের প্রভাব ক্রমশ বাড়ে ।

সৌপর্ণ ঃ- সেটাতো চোখের সামনে দেখছি । এইতো দু বছর আগে যেভাবে হারিকেন ঝড় আছড়ে পড়েছিল হাউস টনে।

ধিতীশঅঞ্জনঃ- আর ভারতেই বা কম কি ?আয়লা, ফনি সবইতো আছে পড়ছে উপকূলবর্তী অঞ্চল গুলোতে ।

(শ্রীময়ীর প্রবেশ)

শ্রীময়ী ঃ- দাদা , আমাদের কিন্তু আজ বেরোনোর আছে । সুনন্দা বারবার বলে দিয়েছে ।

পিউ ঃ- ও ফাইন! আজ পিসিমণির বাড়ি যাব । খুব মজা হবে । কতদিন পর শুভ্রার সঙ্গে দেখা হবে ।
জেঠু ঃ- হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের স্নান টান করে রেডি হতে হবে।

ঋকঃ- হ্যাঁ হ্যাঁ জেঠু আমরা আজ উঠি। অন্য আরেকদিন না হয় আসবো আবার ।

জেঠু ঃ- তোমরা বরং ষষ্ঠীর দিন এস । অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাবে। আজ , সরি গো !এক্সট্রিমলি সরি।

ধিতীশঅঞ্জনঃ- নানা জেঠু আমরা ষষ্ঠীর দিন এসে আপনার সঙ্গে হিমবাহের গলন এবং তার ফলে সৃষ্ট বন্যা নিয়ে আলোচনা করব। আজ আসি ।

(চতুর্থদৃশ্য)

(পিসিমণি বাড়ি কলিংবেলের আওয়াজ রবীন্দ্র সংগীতের সুর)

সুনন্দাঃ- (পিসিমণি) যাই যাই এই শুভা দেখ তো , ওরা বোধহয় এসে গেল । আমি মাংস টা চাপাছি । এদিকে ধরে যাবে তো । একটু দেখ না বাবা ।

শুভাঃ- যাই মা ।(দরজা খোলার আওয়াজ) ওমা ছোটমামী, বড় মামু , পিউ দিদি , আর গ্রেট সৌপর্ণ সবাই হাজির।

সৌপর্ণ ঃ- (গম্ভীরভাবে) ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন আমি তোমার দাদা হই ।

শুভাঃ- (তাচ্ছিল্যভরে) এই চুপ কর তো ! এক বছরের বড় , তাই নাকি আবার দাদা !

শ্রীময়ীঃ- উফ ! ঘরে ঢুকতে পারিনি , শুরু হয়ে গেল দুজনের । মা কোথায়?

সুনন্দা ঃ- এইতো আমি রান্নাঘরে । এস এস । দাদা , দেখি , একটা প্রণাম করি । জেঠু আর প্রণাম করতে হবে না , থাক থাক।

সুনন্দা ঃ- শুভা , গুরুজনদের সবাইকে প্রণাম করো ।

সৌপর্ণ ঃ- আমাকেও করবি । আমি কিন্তু তোর গুরুজন ।

শুভাঃ- হ্যাঁ করছি ভালো করে ! কে আমার গুরুজন এসেছে রে ! (সবাই একসঙ্গে হাসি)

পঞ্চম দৃশ্য

(মধ্যাহ্নভোজের পর সবাই একসঙ্গে বসেছে। নানান বিষয়ে আড্ডা চলছে ।

জেঠুঃ- সুনন্দা অনেকদিন তোর গান শুনিনি । একটা গান গানা বোন ।

সুনন্দা ঃ- আমি !এখন! গান !!

পিউ ,সৌপর্ণঃ- হ্যাঁ হ্যাঁ পিসিমণি, প্লিজ...।। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।

সুনন্দাঃ- ঠিক আছে বৌদি ও তাহলে আমার সঙ্গে করো প্লিজ।

(শ্রীময়ী সুনন্দা গান গাইবে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে) (গানের শেষে সবার সমবেত হাততালি)

(সবিতাদির প্রবেশ। গরম চা আর ফিশ ফ্রাই নিয়ে ।

সবিতা দিঃ- নেও নেও অনেকক্ষণ ধরে গান-গল্প হয়েছে । এবার একটু চা আর গরম গরম ফিস ফ্রাই খাও তো । (সবাই একসঙ্গে খাবার আওয়াজ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(পরের দিন সকালবেলা ব্যাকগ্রাউন্ডে পাখির ডাক। রেডিওতে সকাল ছটার বন্দেমাতারাম গান ।)

সৌপর্ণঃ- ধিতীশঅঞ্জন **ঋক** ওদিকে যাস না কি সাংঘাতিক ! Plan Pinseu হিমবাহ ভেঙে পড়ছে । চারিদিকে কি জল জল আর জল ! আমরা তো ডুবে যাচ্ছি !! সুমেধা দি .....দিদি !! আপনি কোথায়? জেঠু..... পিউ দি.....। বাঁচাও! বাঁচাও!

জেঠুঃ- কেউ বাঁচাতে পারবে না তোমাদের । তোমরা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়েছো ।

সুমেধাদিঃ- হ্যাঁ চারিদিকে এত দূষণ , এত কার্বন এমিশন , বারবার সাবধান করেও কোনো ফল হয়নি । আমাদের হিমালয়ের অবস্থা তো আরো খারাপ । মাউন্ট এভারেস্ট থেকে কত গার্বেজ পাওয়া গেছে । প্লেনে করে সেইসব গার্বেজ পরিষ্কার করেছে নেপাল সরকার। ভাবা যায় !! মানুষের অত্যধিক লোভ দুর্গম এভারেস্ট কেও

ছেড়ে দেয়নি । ছেড়ে দেয়নি প্রশান্ত আটলান্টিক মহাসাগরের মতো গভীর মহাসাগর কেও। এইসব মহাসাগরে ফেলা প্লাস্টিকের স্তুপ জলজ জীবদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে । আর তাই আজ তোমাদের কোন নিস্তার নেই মানুষ। কোন নিস্তার নেই ।

সৌপর্ণ ঃ-ডুবে যাচ্ছি দিদি !!ডুবে যাচ্ছি, বাঁচান! বাঁচান!

শুভা ঃ- সৌপর্ণ সৌপর্ণ কিরে কি হলো ? ওরকম করছিস কেন ? দাদাভাই ওঠ ! কি সব বলছিস ? এই সৌপর্ণ দা ওঠ । মা , ছোটোমামী দেখনা , সৌপর্ণ টা কি সব বলছে !

সুনন্দা ঃ- কি হয়েছে রে ওর ? কি হয়েছে বাবা ?

জেঠু :- (হেসে) আরে স্বপ্ন দেখছে । সারাদিন পরিবেশ পরিবেশ করে মাথাটা গেছে ।

সৌপর্ণঃ- (ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতে) জেঠু , কাল রাত্রে ইন্টারনেটে দেখছিলাম আর্কটিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে গ্রীনল্যান্ডের বরফ গলছে । চেলসি ওয়েগনার গত জুলাই মাসে আলাস্কায় গিয়েছিলেন । বরফের গলন দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান । চেলসি বেরিং সমুদ্র নিয়ে গবেষণা করছিলেন । চেলসি দেখেন বনভূমির দহনের ফলে যে ধোঁয়া নির্গত হয়েছে তাতে আলাস্কার আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে । এনকোরেজ ও একটা উত্তপ্ত তরঙ্গের মধ্যে অবস্থান করছে । এখানকার তাপমাত্রা বর্তমানে প্রায় 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড । এর আগে কখনো এমন হয়নি ।

শুভাঃ- মামু এই ওয়েগনার , কে ?

জেঠুঃ- ইনি একজন সমুদ্র জীববিজ্ঞানী ।

পিউঃ- আফ্রিকার কথা বললে না বাবা ? আফ্রিকায় যে হারে উষ্ণতা বাড়ছে তাতে আগামী দশকের প্রথমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে । ফলে দেখা দেবে বন্যা । হিমবাহ গলে গেলে নিত্যবহ নদী গুলো এক সময় হারিয়ে যাবে তখন দেখা দেবে খরা । অতি ভয়ানক খরা ।

সৌপর্ণ ঃ-আচ্ছা জেঠু জলবায়ুগত পরিবর্তনে আমাদের হিমালয়ের অবস্থা নাকি সবথেকে খারাপ ।

জেঠু ঃ- হ্যাঁ আসলে কি জানিস তো সৌপর্ণ হিমালয় অঞ্চলে আজ থেকে 30 বছর আগে যে আবহাওয়া ছিল এখন তার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে । পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হচ্ছে । ফলে পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । এত পর্যটক প্রতিবছর হিমালয় অঞ্চলে যাতায়াত করছেন ফলে গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়ায় পর্বতের গায়ে বেড়ে ওঠা লাইকেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ।

জেঠুঃ- এখনতো এই লাইকেন প্রায় বিলুপ্ত।

শুভাঃ- হ্যাঁ হ্যাঁ মামু সেদিন আমাদের কলেজে একটা সেমিনার ছিল তাতে প্রফেসার ব্যানার্জি এইসবই বলছিলেন। উনি খুব সুন্দর স্লাইডশো করে হিমালয় দূষণ বোঝাচ্ছিলেন । বলছিলেন হিমালয় অঞ্চলে আগে যেসব ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যেত জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে তারা কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ।

যেমন একোনাইট গাছ 30-35 বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে যত্রতত্র ছড়ানো ছিল । এখন প্রায় দেখাই যায় না ।তারপর আল্পীয় তৃণভূমি হিমালয়ের অনেক উঁচু অংশে যা জন্মাতো তাও বিলুপ্তির পথে।

(আনন্দ বাবুর প্রবেশ)

আনন্দঃ- আরে এত গুরুগম্ভীর আলোচনা চলছে। আমি কি আলোচনা থেকে বাদ নাকি?

জেঠুঃ- আরে আনন্দ , এসে এসে তোমাকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনায়ই হবে না , ভাই ।

আনন্দ ঃ- থ্যাংক ইউ দাদা । তাহলে একটু জমিয়ে বসা যাক । তা আপনাদের আলোচনা টা কি নিয়ে?

শুভা ঃ- আমি বলছি জলবায়ু পরিবর্তনে হিমবাহের গলন বিধ্বংসী বন্যা এইসব আরকি।

আনন্দ ঃ- ও , তা বেশ ! তা বেশ ! এই সৌপর্ণ তোর বন্ধু **ধিতীশঅঞ্জন ঋক** দেখা হল । কি সব পুজো মার্কেটিংয়ে বেরিয়েছে । আমি এখানে আসতে বলেছি এই এসে পড়ল।

সৌপর্ণঃ- ইউ আর গ্রেট পিসেমশাই ! খুব ভালো করেছো। ওরা ছাড়া ঠিক জমে না ।

(কলিংবেলের আওয়াজ)

শুভাঃ- (ধিতীশঅঞ্জন ঋকে দেখে) আসুন আসুন এবার তো থ্রি মাস্কেটিয়ার্স একদম জমিয়ে দেবে।

(সবাই একসঙ্গে হাসি)
সবিতাদি , সুনন্দার প্রবেশ ।

সুনন্দাঃ- এবার সবাই গরম গরম কড়াইশুঁটির কচুরি আলুর দম আর জিলিপি খেয়ে নাও ।

পিউ ঃ- থ্যাংক ইউ পিসিমণি। খুব খিদে পেয়েছিল।

ধিতীশঅঞ্জনঃ- আচ্ছা জেঠু গ্রীন হাউস গ্যাস গুলি অতিরিক্ত নির্গমনের ফলে তো জলবায়ুগত পরিবর্তন আসছে ।

জেঠুঃ- অবশ্যই । জানিস পরিবেশ দূষণ আমরা এমন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছি 2050 সাল নাগাদ ছোট দ্বীপপুঞ্জ , শহরে এত বৃষ্টি হবে যে এরা বন্যায় ভেসে যাবে । এদের মধ্যে বেশিরভাগ শহর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত । এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস এঞ্জেলস ও এর মধ্যে পড়ে ।

পিউ ঃ- হ্যাঁ আর আইপিসিসি জানাচ্ছে 2050 সাল নাগাদ জাকার্তা ম্যানিলা ব্যাংকক সিঙ্গাপুর লিমা বার্সেলোনার মতো শহরগুলো বন্যায় প্লাবিত হবে । লস অ্যাঞ্জেলস ,সাভানা , হনুলুলু, সান যুয়ান ,দিএগো প্রভৃতি অঞ্চলগুলোতে সমুদ্রতল বিপদসীমা অতিক্রম করবে ।

জেঠু ঃ- জানিস কিছু আশার খবর আছে হনলুলুর মেয়র জানাচ্ছেন । যে সমপ্রতি আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের নকশা করেছে এই নকশা দেখানো হয়েছে যে এই সিটি রেল সিস্টেম । যার সমুদ্রতল থেকে 6ফিট জল স্তর শহরে ভিতরে ধুকতে দেয়না।

সৌপর্ণঃ- বাবা দারুন ব্যাপার ।

শুভা ঃ- এই সৌপর্ণ সরি দাদা ভাই তুই আজ ভোর বেলায় ঘুমের ঘোরে কি সব বলছিস রে ?

সৌপর্ণ ঃ- কি আবার বলছিলাম ? যত সব বাজে কথা । হচ্ছে জলবায়ুগত পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা । আর উনি শুরু করলেন, যত্তসব চুপ কর তো ।

শ্রীময়ীঃ- এই চুপ কর তো কিরে ছোট বোন হয় না।

শ্রীময়ীঃ- সুভা তো ঠিকই বলেছে । বাড়িতেও ঘুমের মধ্যে চিৎকার করিস ।
শুভাঃ- হ্যাঁ গো ছোটোমামী ভোরবেলায় ডুবে যাচ্ছি ডুবে যাচ্ছি তারপর কি একটা হিমবাহ প্লান না কি যেন একটা বলে চিৎকার করছিল ।

জেঠু ঃ- ইতালির Mont Blanc পর্বতমালার একটি হিমবাহ Plan Pinseu । পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে একসময় ধসে যেতে পারে এই হিমবাহ। আর সেই ধসে যাওয়ার দিন খুব বেশি দূরে নয় ।

আনন্দ বাবুঃ- কি সাংঘাতিক দূষণকে আমরা কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে ভাব ।
শুভাঃ- সে তো হলো কিন্তু সুমেধা দি কে? সৌপর্ণ ঘুমের ঘোরে সুমেধা দি করে চিৎকার করছিল।

শ্রীময়ী ঃ- ওদের টিচার ।সৌপর্ণ ক্লাস টেন পর্যন্ত দিদি আমাদের ভূগোল পড়াতেন। ওনার কাছে আমাদের পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষা । ওনার উদ্যোগে আমরা ইকো ক্লাব গড়ে তুলেছি ।

জেঠু ঃ- বেশ ! দিদির সঙ্গে তাহলে আলাপ করতে হয়।

ধিতীশঅঞ্জনঃ- কানাডায় নাকি উষ্ণ বসন্ত দীর্ঘায়িত হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে এই সময় নাকি তুষারপাত হচ্ছে না । তুষার গোলে বৃষ্টিপাত হচ্ছে ।

জেঠু ঃ- হ্যাঁ ঠিক বলেছিস **ধিতীশঅঞ্জন।** আর মজার ব্যাপার কি জানিস তো কানাডা আলাস্কা অঞ্চলে প্রায় বৃষ্টির ফলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের পরিমাণ বেড়ে গেছে । ফলে পশুচারণ ভূমির পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে । প্রচুর পশু পালিত হচ্ছে । কিন্তু এই অঞ্চলগুলোতে রাত্রিবেলায় আধিক ঠান্ডার জন্য মাটি বরফাচ্ছাদিত হয়ে পড়ে । এই কারণে এখানে ক্যাবু হরিণের আর Musk oxen খাদ্যর টান পরছে । এরা বরফাবৃত মাটি ভেঙে তার তলা থেকে ঘাস সংগ্রহ করতে পারছে না । ফলে এদের অনেক সময় উপোস করে থাকতে হচ্ছে ।

আনন্দ বাবু ঃ- আচ্ছা দাদা এই সেদিন একটা পত্রিকায় পড়ছিলাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে নাকি অমরনাথ শিবলিঙ্গ গলতে শুরু করেছে । কৃত্রিম রেফ্রিজারেশন এর মাধ্যমে নাকি বরফাবৃত রাখা হচ্ছে ।

সৌপর্ণ ঃ- হ্যাঁ ঠিকই বলেছ পিসেমশাই। আসলে অমরনাথের শিব লিঙ্গ একটা স্ট্যালাগমাইট চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলে বৃষ্টির জলে যে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হয় তাতে চুনাপাথর দ্রবীভূত হয়। চুনাপাথর মিশ্রিত জলগুহার ছাদে জমা হলে তাকে বলে স্ট্যালাকটাইট । আর বাকি জলটা মাটিতে পড়লে তাকে বলে স্ট্যালাগমাইট । অমরনাথ শিবলিঙ্গ এরকমই একটা স্ট্যালাগমাইট। অধিক উষ্ণতার কারণে এখানে সব সময় বরফ জমে থাকত । কিন্তু বর্তমানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারনে বরফ গলতে শুরু করেছে । ফলে কৃত্রিমভাবে বরফ জমাতে হচ্ছে।

জেঠু ঃ- খুব সুন্দর বললি সৌপর্ণ! সত্যি ছেলেটা পড়াশোনা করে ।

শুভাঃ- হ্যাঁ ওই জন্যই তো বলি, সৌপর্ণ, না মানে, সরি , দাদাভাই ইজ গ্রেট !!

সপ্তম দৃশ্য

জেঠু ঃ- চলো সবাই রেডি তো। এবার আমাদের বেরোতে হবে । কাল ষষ্ঠী । মা বাড়িতে একা আছেন ।

শ্রীময়ীঃ- না দাদা , কানাইদা আছে । চিন্তা নেই। সব ঠিক সামলে নেবে । আর আমি ফোন করে দিয়েছি । কোন অসুবিধে হবে না।

সুনন্দাঃ- শুভা, তুই কিন্তু উল্টোপাল্টা খাবি না । আর ঠান্ডা লাগাবি না ।

শুভাঃ- মম !! তুমি আমাকে সেই পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটি করে রেখে দেবে । একটুও বড় হতে দাও প্লিজ!!

সুনন্দাঃ- হ্যাঁ ! বড় ! এত বড় হয়ে গেল , কোন বোধ-বুদ্ধি হয়েছে এখনও ? যাগ্গে , ছোট মামী যা বলবে সব শুনবে ।পিউ দিদির সঙ্গে থাকবে । আজ সৌপর্ণ দাদার থেকে পড়াটা বুঝে নেবে ।

সৌপর্ণঃ- একদম ঠিক বলেছ পিসিমণি । বোধবুদ্ধি কিছু হয়নি

শুভাঃ- (রেগে) দাদাভাই ভালো হবেনা বলছি । দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি ।

সৌপর্ণঃ- (হেসে) যাক তাও দাদা ভাই বললি ।

শুভাঃ- একবার বলে ফেলেছি। আর কখনো বলবো না।

শ্রীময়ীঃ-(হেসে) আচ্ছা নে, চল চল।

গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। (গাড়ির হর্নের আওয়াজ)

জেঠু :ঃ- (গাড়িতে উঠতে উঠতে) সত্যি আনন্দ তোমার এই বড় সুমোটা ছিল বলে আমরা সাতজন এ আরাম করে বসে যেতে পারছি ।

আনন্দঃ- হ্যাঁ দাদা ওই জন্যই তো কেনা ।(হেসে) সবাই মিলে একসঙ্গে যাওয়ার আনন্দই আলাদা ।

সৌপর্ণঃ- জান জেঠু , সেদিন একটা সেমিনারে শুনছিলাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে বরফের গলনের জন্য এক দিকে যেমন সমূহ ক্ষতি হচ্ছে তেমনি আবার অন্যদিকে কিছু ফল , সবজির উৎপাদন বেড়ে গেছে । সময়ের আগেই ওইসব ফল বাজারে এসে যাচ্ছে ।

জেঠু ঃ- হ্যাঁ এটা আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও আদতে ভালো নয় । আসলে জলবায়ুগত পরিবর্তনে বরফের গলনের কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রথমদিকে উৎপাদন বাড়ছে ঠিকই কিন্তু একসময় যখন নিত্যবহ নদী গুলো তাদের উৎস হারিয়ে ফেলবে তখন চারিদিকে নেমে আসবে খরা। প্রথমে দ্রুতহারে বরফের গলনের ফলে বন্যা । সুন্দরবন , মালদ্বীপ , মার্শালের মত দ্বীপ গুলো চলে যাবে জলের তলায় । তারপর আসবে খরা । সমস্ত উৎপাদন বন্ধ হবে । জলের অভাবে পৃথিবীতে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে । সে এক ভয়ংকর পরিস্থিতি ।

পিউঃ- গ্লোবাল ওয়ার্মিং রিফিউজি এর কথা একটু বলোনা প্লিজ !!

জেঠু ঃ- গ্লোবাল ওয়ার্মিং রিফিউজি জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফসল । ভারতবর্ষের যে সমস্ত অঞ্চলে জল সংকট দেখা দিচ্ছে কিংবা সামুদ্রিক ঝড় বন্যার কারণে যেসব অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই সব অঞ্চল থেকে মানুষ বাস্তুহারা হচ্ছে । এরাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং রিফিউজি ।

শ্রীময়ীঃ- কি সাংঘাতিক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি দাদা! এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

জেঠুঃ- যে ক্ষতি আমরা করে ফেলেছি । তা থেকে উদ্ধার পাওয়া সত্যিই অসম্ভব । তবে আমরা যদি দূষণ কমাতে পারি , তাহলে আমাদের পৃথিবীটাকে হয়তো আরো কিছুদিন ধরে রাখতে পারব । আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরো কিছুদিন সুস্থভাবে বাঁচতে পারবে ।

শ্রীময়ীঃ- সেটাতো খুবই জরুরি । তার জন্য আমাদের কি করতে হবে?

জেঠুঃ- কার্বন এমিশন মানে বাতাসে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে । জীবাশ্ম জ্বালানি যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো । রান্নার সময় আমরা যদি প্রেসার কুকার ব্যবহার করি তাতে এলপিজি ও বাঁচবে । অচিরাচরিত শক্তির উৎস যেমন সোলার কুকার , বায়ু থেকে উৎপাদিত শক্তি সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্র তরঙ্গ থেকে উৎপাদিত শক্তিকে বেশি করে কাজে লাগাতে হবে । প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করতে হবে । প্লাস্টিকের বোতল রিসাইকেল করে দৈনন্দিন কাজে লাগাতে হবে ।3 R এর কথা মাথায় রাখতে হবে । অহেতুক জিনিস না কিনে রিসাইকেল , রিডিউস, re-use পদ্ধতিতে পুরনো জিনিস থেকে নতুন কিছু করার চেষ্টা করতে হবে । প্রচুর গাছ লাগাতে হবে । আমাদের চারপাশটা যদি গাছ দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারি তাহলে পরিবেশটা শীতল থাকবে । গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর হাত থেকে রক্ষা পাবো । এই জন্য ফ্ল্যাট , বাড়ি তৈরির সময় চারপাশে কিছুটা জায়গা ছেড়ে রাখতে হবে । যাতে গাছ লাগানো যায় । তবেই জলবায়ুগত পরিবর্তন , হিমবাহের গলন , বিধ্বংসী বন্যা , খর্ , ভয়াবহ ঝড় , বজ্রপাত কিছুদিনের জন্য হলেও থামিয়ে রাখা যাবে ।

পিউঃ- হ্যাঁ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে এটা আমাদের করতেই হবে । এটা আমাদের কাছে গ্রেট চ্যালেঞ্জ । আমরা আমাদের সুন্দর পৃথিবীটাকে কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেব না ।
সৌপর্ণ ,ধিতীশঅঞ্জন , ঋক :- হ্যাঁ আমরা প্রচুর গাছ লাগাব । কোন উৎসব অনুষ্ঠানে- যেমন জন্মদিন , বিয়ে বাড়ি , এই সব অনুষ্ঠানে আমরা গাছ উপহার দিতে পারি । এইভাবে আমরা সবাই মিলে

যদি গাছে গাছে পৃথিবীটাকে ভরিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা তো কিছুদিন ভালোভাবে বাঁচবোই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতেও একটা সুন্দর শস্য-শ্যামলা দূষণমুক্ত পৃথিবী তুলে দিতে পারব।তাই আমরা সবাই মিলে আজ গাছেদের উদ্দেশ্য করে বলবো

‘ওরাই রাজা এই পৃথিবীর .....ওরাই সবার সেরা ।
ওদের স্পর্শে বাঁচবে জেন মুমূর্ষু এই ধরা ‘।

শুভাঃ- উফ বাবা অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনা হয়েছে ।
পিউ দিদি , এবার একটা গান হোক না প্লিজ।
পিউ- ঠিক আছে তুই সৌপর্ণ ,ধিতীশঅঞ্জন , **ঋক** সবাই মিলে আমার সঙ্গে গাইবি তো ?

(সবাই মিলে একসঙ্গে গান করবে।)
“ এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে এসো.....।

.....।